পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিবের দপ্তর		
প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	২১/০৫/২০২৪
ডায়েরী নম্বর	ঃ	২০৫৮
তারিখ	ঃ	
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়/পরিষদ		
সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	ঃ	
স্বাক্ষর ঃ	তারিখ ঃ	২০/০৫/২০২৪ খ্রি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ২৯.০০.০০০০.২১৬.১৪.০০৮.১৯-১২

বিষয়:- গত ০৮ ও ০৯ ই মে পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৩ টি এনজিও এবং ০১ টি ড্রেন/এল ড্রেন নির্মাণ এর কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।

সূত্র : ২৯.০০.০০০০.২১৮.০৫.০১৬.২৩-১৭৫; তারিখ:-০২/০৫/২০২৪ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ০৮ ও ০৯ ইং মে, ২০২৪ তারিখে পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) টি এনজিও এবং ০১ (এক) টি ড্রেন/এল ড্রেন এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

এনজিও সমূহ:

(১) জাবারাং কল্যাণ সমিতি। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)
(২) খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)
(৩) আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)

ড্রেন/এল ড্রেন :

(১) পানছড়ি উপজেলায় নতুন পাড়া হয়ে কাতালমনি পাড়া যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)
(২) খাগড়াছড়ি সদরে ঘুগড়াছড়ি বিল ও ফুট বিলে চাষাবাদের জন্য সেচ ড্রেন নির্মাণ। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)

এনজিও সমূহ এবং ড্রেন/এল ড্রেন ভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা হল।

২৮/০৫/২০২৪
(মোঙ্গল চন্দ্র পালি)
উপসচিব (আইন)
পরিচিতি নং-৮২৫৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিনিয়র সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর		
প্রশাসন-১ শাখা	ঃ	প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
আইন শাখা	ঃ	হিসাব শাখা
পিও	ঃ	
আইসিটি শাখা	ঃ	
ডাইরী নং ৬২৪	ঃ	তারিখ ২৮/৫/২৪

২৮/৫/২৪

প্রশাসন অনু বিভাগ	
প্রাপ্তির তারিখ	২৮/০৫/২৪
প্রেরণের তারিখ	
ডায়েরী নং	৪৫২
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)

নং- ২৯.০০.০০০০.২১৮.০৫.০১৬.২৩-১৭৫

তারিখঃ ০২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২৪ হতে জুন'২৪) চলমান থাকায় আগামী ০৮-০৯ মে ২০২৪ (ভ্রমণ ব্যতীত) সময়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নযোগ্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন করা হবে।

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অনুষ্ঠেয় পরিদর্শন	মনোনীত কর্মকর্তাসহ সফরসঙ্গীগণ	বাস্তবায়নে
১.	এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন	৩টি	১। জনাব মোঙ্গল চন্দ্র পাল উপসচিব (আইন) (দলনেতা)	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ/ নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২.	ড্রেন/এস ড্রেন নির্মাণ	১টি	২। জনাব মো: তানজির শিকদার সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৩। উক্ত ভ্রমণে তাঁরা বিধি মোতাবেক ভ্রমণ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

স্বাঃ/-
(খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম)
উপসচিব
ফোনঃ ৫৫১০০৩১৪
Email: a.mochta@yahoo.com

নং- ২৯.০০.০০০০.২১৮.০৫.০১৬.২৩-১৭৫

তারিখঃ ০২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি (মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসন, যাতায়াত এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
২। নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি। (এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৩। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসন, যাতায়াত এবং এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৪। জনাব মোঙ্গল চন্দ্র পাল, উপসচিব (আইন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। জনাব মো: তানজির শিকদার, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। অফিস কপি/ব্যক্তিগত নথি।

২/৫/২৪
(খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম)
উপসচিব

এনজিও পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখ: ৯ই মে ২০২৪ খ্রি.;
সময়: সকাল ৯:০০টা হতে দুপুর ১২:০০ টা

১। এনজিওর নাম: জাবারাং কল্যাণ সমিতি
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা;
মোবাইল: ০১৫৫৩১০৩৯৫৫
ই মেইল : info@zabarangbd.org, binodan.zabarang@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.zabarangbd.org
প্রতিষ্ঠা কাল : ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থা:

- সমাজসেবা অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি: খাগড়া-১২২/৯৭; তারিখ- ২৯/০৭/১৯৯৭
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো: ১৪৬১; তারিখ ২৭/১২/১৯৯৯। নবায়নের তারিখ ১৩/১০/২০১৯, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ২৬/১২/২০২৯।

২। প্রকল্পের নাম (যে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে): Sofol (Success): Integrated Support for the Lifelong Success of Orphaned Children in Bangladesh.

৩। প্রকল্পের লক্ষ্য: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার এতিম শিশু ও তাদের অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্বিক সহায়তা করা

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- **উদ্দেশ্য- ১:** অনাথ শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- **উদ্দেশ্য- ২:** অনাথ শিশুর পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- **উদ্দেশ্য- ৩:** অনাথ শিশুর ও তার পরিবারের ওয়াশ ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা;
- **উদ্দেশ্য- ৪:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে এতিম শিশুর পরিবারকে নিয়ে আসা;
- **উদ্দেশ্য- ৫:** সেভগার্ডিং এবং প্রোটেকশন

৫। দাতা সংস্থার নাম: পেনি আপিল- ইউকে

৬। প্রকল্পের মেয়াদ: ১। নভেম্বর ২০২১ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত (১ম বর্ষ);
২। জুন ২০২৩ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত (২য় বর্ষ);

৭। প্রকল্পের সর্বমোট বাজেট (সংশোধিত):

১ম বর্ষ: ১৪৮২২৮০৯/- (এক কোটি আট চল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার আটশত নয় টাকা)

২য় বর্ষ: ১৫৭০২৫৬৭/- (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ দুই হাজার পাচঁশত সাতষট্টি টাকা)

৮। কর্মএলাকা: খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন (লোগাং, চেঙ্গী, পানছড়ি, লতিবান ও উল্টাছড়ি ইউনিয়ন)

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

- শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যয় মেটানোর জন্য ৩৩১জন শিশুকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
- এতিম শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও চাহিদার শূণ্যতা পরিস্ফুরণে মাইক্রো গ্রান্ট প্রদান
- স্কুলের বাইরে শিশুদের জন্য নিরাপদ শিখণ ও খেলাধুলা পরিবেশ তৈরি করার জন্য শিখণ কেন্দ্র তৈরি, ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে শিখণ কার্যক্রম পরিচালনা করা,
- গ্রাম পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী দল গঠনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের পিয়ার টু পিয়ার শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের নেতৃত্ব ও পুষ্টির মান উন্নয়নে সেশন পরিচালনা করা
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী ফোরাম গঠন এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জবাবদিহিমূলক সভার আয়োজন করা
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগতিা আয়োজন করা
- এতিম শিশুদের অভিভাবকদের জীবিকার সুযেঙাগ সনাক্তকরণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহনে নারী ব্যবসা কেন্দ্রের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান
- এতিম শিশুর অভিভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ
- চাহিদা অনুযায়ী এতিম শিশুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা (২০ হাজার টাকা) প্রদান
- Blue School এপ্রোচের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন এর সুরব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- Little Doctor বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা
- এতিম শিশুর অভিভাবকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি কর্মশালা আয়োজন করা
- সুরক্ষা ও সুরক্ষার বিষয়ে এতিম শিশুর অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা
- সুরক্ষা ও সুরক্ষার বিষয়ে কমিউনিটিকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

১০। **পরিদর্শন সম্পর্কিত বিবরণ:** গত ৯মে ২০২৪ তারিখে জাবারাং কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সফল' প্রকল্পের কর্মএলাকা মুসলিম নগর গ্রামে মুসলিম নগর শিখণ কেন্দ্রসহ নগদ সহায়তা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এতিম শিশু, এতিম শিশুর অভিভাবক, শিখণ কেন্দ্রের ভলান্টিয়ার, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য এবং সভাপতি, মুসলিম নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি স্থানীয় ইউপি মেম্বারদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন- পানছড়ি উপজেলায় ৩৩১জন এতিম শিশু শিক্ষা সহায়তা হিসেবে মাসে একহাজার টাকা পেয়ে থাকেন। এছাড়া এতিম শিশুর অভিভাবকদের আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। এই অর্থ দিয়ে তারা গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি ক্রয় করে পালন করছেন। এছাড়া এতিম শিশুর অভিভাবকগণ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মুসলিম নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বলেন- এতিম শিশুরা শিক্ষা সহায়তা পাওয়ার ফলে তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বেড়েছে। এতিম শিশুরা জাবারাং স্কুল ব্যাগ, ছাড়া, পানির বোতল, পড়ার টেবিল ও চেয়ার পেয়েছেন বলে জানান। অনেক এতিম শিশু আছেন আছেন যারা এই সহায়তা না পেলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। এতিম শিশুরা শিখণ কেন্দ্রে নিয়মিত আসেন এবং একজন ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১১। **এনসিটিএফ ও স্থানীয় অভিভাবকদের অভিমত/দাবী/ সুপারিশ:**

- এতিম শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সফল প্রকল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্প হতে শিক্ষা সহায়তা পাওয়ার ফলে অনেক শিশু স্কুলগামী হয়েছে। এসব শিশুদের শিক্ষা সহায়তা আরও বৃদ্ধি করা উচিত।
- এতিম শিশুদের পাশাপাশি হতদরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করলে আরও ভালো হয়।

১২। মতামত ও সুপারিশমালা: প্রকল্প কার্যক্রম অত্যন্ত চমৎকার। প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগন সম্পৃক্ত। তৃণমূল পর্যায়ে জাবারাং এর এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে এতিম শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। এ ধরণের কার্যক্রম অন্য এলাকায়ও সম্প্রসারণ করা দরকার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা জাবারাংকে এ ধরণের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অর্থায়ন করতে পারে বা নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে।

পরিদর্শন কার্যক্রমের কিছু ছবি:





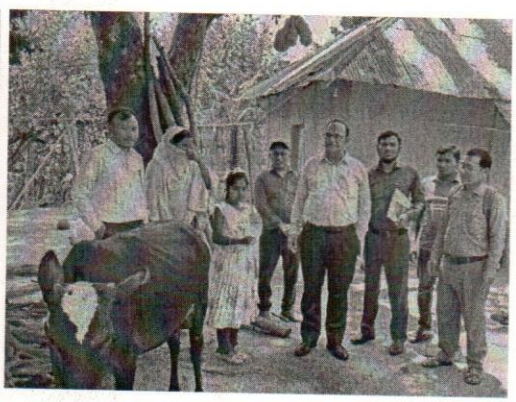




সফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন উপলক্ষে
মতবিনিময় সভা

এনজিও পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখ: ৯ই মে ২০২৪খ্রি.;
সময়: দুপুর ১২:৩০ টা হতে ২.০০ টা

১। এনজিওর নাম: খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়িপার্বত্য জেলা;
ফোন : ০৩৭১-৬২৩৫১
ই-মেইল : kmksoht@yahoo.com
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

২। নিবন্ধনকারী সংস্থা ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রেজি নং : khagra-23/99; তাং-08/04/1999 . এনজিও বিষয়ক বুরো: রেজি নং ১৮৯৪; তারিখ ১৩/১২/২০০৩ প্রতিষ্ঠানটি নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন, আয়বর্ধনশীল কর্মকান্ড যেমন- তাঁতের কাপড় বুনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পন্য সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখে। নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনাতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষাসহ পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে সমাজের সামনের সাড়ির নাগরিকে পরিনত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নারী অধিকার নিয়েও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে।

৩। দাতা সংস্থার নাম : UNDP, Danida, Bred fo the World, BNPS, BRAC, Christian Aid, Tebtebba Foundation, Bangladesh NGO Foundation, Jumma Net, Mausher Jannya Foundation , ADB.

৪। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে যেমন: Chittagong Hill Tracts Women Resource Network (CHTWRN), Durbar Network Karmsuchi & Naripakkha etc.

প্রতিষ্ঠানটি নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নসহ পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর নারীসমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এর সভাপতি হিসেবে আছেন মিজ সেফালিকা ত্রিপুরা। তিনিই এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে আলোর পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাংগঠনিক ভূমিকার জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

এনজিওর নাম : আনন্দ

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৬

কর্মসূচী: ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উন্নয়ন ও আয় বর্ধনশীল কর্মসূচী। যেমন-আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং (গ্রীল ওয়ার্কসপ), টেইলারিং (পুরুষ ও মহিলা) দের পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি হাতে কলমে ট্রেনিং দিয়ে থাকে।

ইলেকট্রনিক্স: এ শাখায় মোবাইলফোনসহ এলইডি ও স্মার্ট টিভি মেরামত ও সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ।

ইলেকট্রিক্যাল : ঘর-বাড়ি ওয়ারিংসহ ফ্যান ও মটর রিওয়্যান্ডিং, ফরোয়ার্ড ও বিভাগ মটর কন্ট্রোলিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যানেল বোর্ড এবং সোলার সিস্টেম ইন্সটলেশন প্রশিক্ষণ।

মেকানিক্স: কার ড্রাইভিংসহ মটর সাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, পাওয়ার টিলার (গিয়ার বক্সসহ) এবং জেনারেটর মেরামত ও সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ।
আর্ক (১ জি- ৪ জি) পজিশন) ওয়েল্ডিং ও গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে ওয়ার্কশপের কাজ যেমন- দড়জা, জানালা ও বারান্দার গ্রীলসহ যাবতীয় আসবাবপত্র, কলাপস্বিবল ও বাউন্ডারী গেট, সাঁটার ও সিড়ির বেইলিং তৈরী প্রশিক্ষণ।

টেইলারিং : ইন্ডাস্ট্রিয়াল গার্মেন্টস ও সাধারণ সুইং মেশিন অপারেশন, ব্লক বাটিক ও স্কীন প্রিন্ট সহ পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ডিজাইণের পোষাক তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া আনন্দ সমাজ সচেতনাতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে যেমন- দারিদ্র বিমোচন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচী, মানবাধিকার বিষয় এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরনের মাধ্যমে আয় বর্ধণশীল কর্মকান্ড করে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজো করে শিক্ষার্থীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করে থাকে।

Major Achievements of Anando:

- Integrated Community Development programs through its regional programmes namely Anando-Tangail, Anando-Cox's Bazar and Anando-Khagrachhari.
- Own capital micro finance programme in all the regions.
- Organizational capacity in terms of programmatic, technical and operational for responding to humanitarian crisis at both natural and conflict.
- Increased capacities of women on homestead space utilization, cmmunity health care, livestock, hone based poultry and fishery improvement.
- Enhanced capacities of adolescent, youth and adults women through mobile and vocational technical opportunities.
- Children admitted to government. Primary schools through Anando Children Learning Centers (CLCs) locally.
- Harmonized Community in CHT making ties between factious natives and resettled Bengalis through reconciliation.
- Established nursery for producing fruits and timber seedlings at farmer's and Anando's own campus level setting thousands of Multi Tier Orchard (MTO) and Boundary Lines (BL) follow up a mode.
- Relief and rehabilitation support for the most vulnerable population.
- Bio-conservation in 235 barrien hills and 5 eco-based Community Development Center (CDC) in CHT-Khagrachhari.

- Anando's own office, training center, guest house, ponds, bio-demonstration and nurseries in its 3 regional campus and 9 unit office level.

Donor Partners (Present & Past) :

Present Donor:

- Die Licht Brucke (DLB), Germany.
- Welthungerhilife, Germany.
- Kindermissionswer, Germany.
- BMZ, Germany.
- European Union
- Arannyk Foundation

Past Donor:

- DioCase-Rottendurg, Germany.
- MISSIO, Austria.
- CARE-Bangladesh.
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- UNDP

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন

বিষয় : প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: জনাব মঙ্গল চন্দ্র পাল

পদবী : উপসচিব (আইন)

কর্মস্থল : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিদর্শনের তারিখ : ০৮/০৫/২০২৪খ্রি:

	ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য					
১	প্রকল্পের নাম	:	পানছড়ি উপজেলায় নতুন পাড়া হয়ে কাতালমনি পাড়া যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন			
২	অর্থায়নের উৎস	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড ২২১০০০৯০০)			
৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			
৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।			
৫	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
৬	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট	জিওবি		প্রকল্পসাহায্য
	মূল	:	৮০.০০ লক্ষ	৮০.০০ লক্ষ		--
	১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
	২য় সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
৭	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	শুরু		সমাপ্ত	
	মূল	:	জুলাই'২০২৩		জুন'২০২৬	
	১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
	২য় সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
৮	প্রকল্প এলাকা	:	পানছড়ি উপজেলাধীন কাতালমনি পাড়া এলাকা।			
৯	পরিদর্শিত এলাকা	:	পানছড়ি উপজেলাধীন কাতালমনি পাড়া এলাকা।			
১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।			
১১	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	:	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। মোবা: ০১৮৯৩৪২১৭০২			

	খ. চলতি অর্থ বছরে (.....)এডিপি/আরডিপি বরাদ্ধ এবংআর্থিক ব্যয়					লক্ষ টাকায়)
			মোট	জিওবি		প্রকল্প সাহায্য
১২	বর্তমান অর্থ বছরে এডিপি/আরডিপি বরাদ্ধ	:	১০.০০লক্ষ	১০.০০লক্ষ		
১৩	বর্তমান অর্থ বছরে ..... মাস পর্যন্ত ব্যয় মোট বরাদ্ধের %)	:	১০.০০লক্ষ	১০.০০লক্ষ		
১৪	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	:	১৫%			
১৫	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি(সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং %)	:	রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য ১৩০০.০০ মিটার। এল ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২২০.০০ মিটার কাজের অগ্রগতি ১০০%। উল্লেখ্য যে প্রকল্পের ডিএসপি ৮০.০০ লক্ষ অনুমোদিত । কিন্তু জেলা পরিষদ থেকে ৭৫.০০লক্ষ টাকা টেন্ডার আহবান করা হয় ।			
১৬	উপকার ভোগীদের মতামত	:	প্রকল্প এলাকাটি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। রাস্তাটি নির্মানের ফলে উক্ত এলাকার কৃষকগণের কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাত করণ এবং এলাকার বিভিন্ন রোগীদেরকে স্বল্প সময়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এনে দ্রুত চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।			
১৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা	:				
১৮	প্রকল্প পরিদর্শনকারীর মতামত/সুপারিশ	:	স্কিমটি নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, স্কিমটি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উপকারভোগীরা উপকৃত হচ্ছে। কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক।			

সংযুক্তি :

১. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আলোক চিত্র .....

ফর্দ।

২. সংলগ্নী..... ফর্দ।

০৮/৫/২০২৪

নাম : মোহন চন্দ্র পাল

পদবী : উপসচিব - আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফোন : +8802-44866258

পানছড়ি উপজেলায় নতুন পাড়া হয়ে কাতালমনি পাড়া যাওয়ার রাস্তা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন

বিষয় : প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: জনাব মঙ্গল চন্দ্র পাল
পদবী : উপসচিব (আইন)
কর্মস্থল : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিদর্শনের তারিখ : ০৮/০৫/২০২৪খ্রি:

	ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য					
১	প্রকল্পের নাম	:	খাগড়াছড়ি সদরে ঘুগড়াছড়ি বিল ও ফুট বিলে চাষাবাদের জন্য সেচ ড্রেন নির্মাণ।			
২	অর্থায়নের উৎস	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড ২২১০০০৯০০)			
৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			
৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।			
৫	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
৬	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট	জিওবি		প্রকল্পসাহায্য
	মূল	:	৮০.০০ লক্ষ	৮০.০০ লক্ষ		--
	১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
	২য় সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
৭	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	শুরু		সমাপ্ত	
	মূল	:	জুলাই'২০২৩		জুন'২০২৬	
	১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
	২য় সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:				
৮	প্রকল্প এলাকা	:	খাগড়াছড়ি সদরে গুগড়াছড়ি এলাকা।			
৯	পরিদর্শিত এলাকা	:	খাগড়াছড়ি সদরে গুগড়াছড়ি এলাকা।			
১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।			
১১	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	:	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। মোবা: ০১৮৯৩৪২১৭০২			

	খ. চলতি অর্থ বছরে (.....)এডিপি/আরডিপি বরাদ্ধ এবংআর্থিক ব্যয়				লক্ষ টাকায়)
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১২	বর্তমান অর্থ বছরে এডিপি/আরডিপি বরাদ্ধ	:	১০.০০লক্ষ	১০.০০লক্ষ	
১৩	বর্তমান অর্থ বছরে ..... মাস পর্যন্ত ব্যয় মোট বরাদ্ধের %)	:	১০.০০লক্ষ	১০.০০লক্ষ	
১৪	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	:	১৫%		
১৫	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি(সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং %)	:	ড্রেনটির মোট দৈর্ঘ্য ১৬০০.০০ মিটার। ড্রেনের কাজের অগ্রগতি ১০০%। উল্লেখ্য যে প্রকল্পের ডিএসপি ৮০.০০ লক্ষ অনুমোদিত । কিন্তু জেলা পরিষদ থেকে ৮০.০০লক্ষ টাকা টেন্ডার আহবান করা হয় ।		
১৬	উপকার ভোগীদের মতামত	:	প্রকল্প এলাকাটি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। রাস্তাটি নির্মানের ফলে উক্ত এলাকার কৃষকগণের সেচ ব্যবস্থার আওতায় আসার ফলে খাদ্যশস্য পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। এতে কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার আরো সেচ ড্রেনের প্রয়োজন।		
১৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা	:			
১৮	প্রকল্প পরিদর্শনকারীর মতামত/সুপারিশ	:	স্কিমটি নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, স্কিমটি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উপকারভোগীরা উপকৃত হচ্ছে। কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক।		

সংযুক্তি :

১. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আলোক চিত্র ..... ফর্দ।

২. সংলগ্নী..... ফর্দ।

৮/৫/২০২৪

নাম : মোঙ্গল চন্দ্র পাল

পদবী : উপসচিব-আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ফোন : +8802-44866258

খাগড়াছড়ি সদরে ঘুগড়াছড়ি বিল ও ফুট বিলে চাষাবাদের জন্য সেচ ড্রেন নির্মাণ।

